পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

(২০২২-২০২৬)

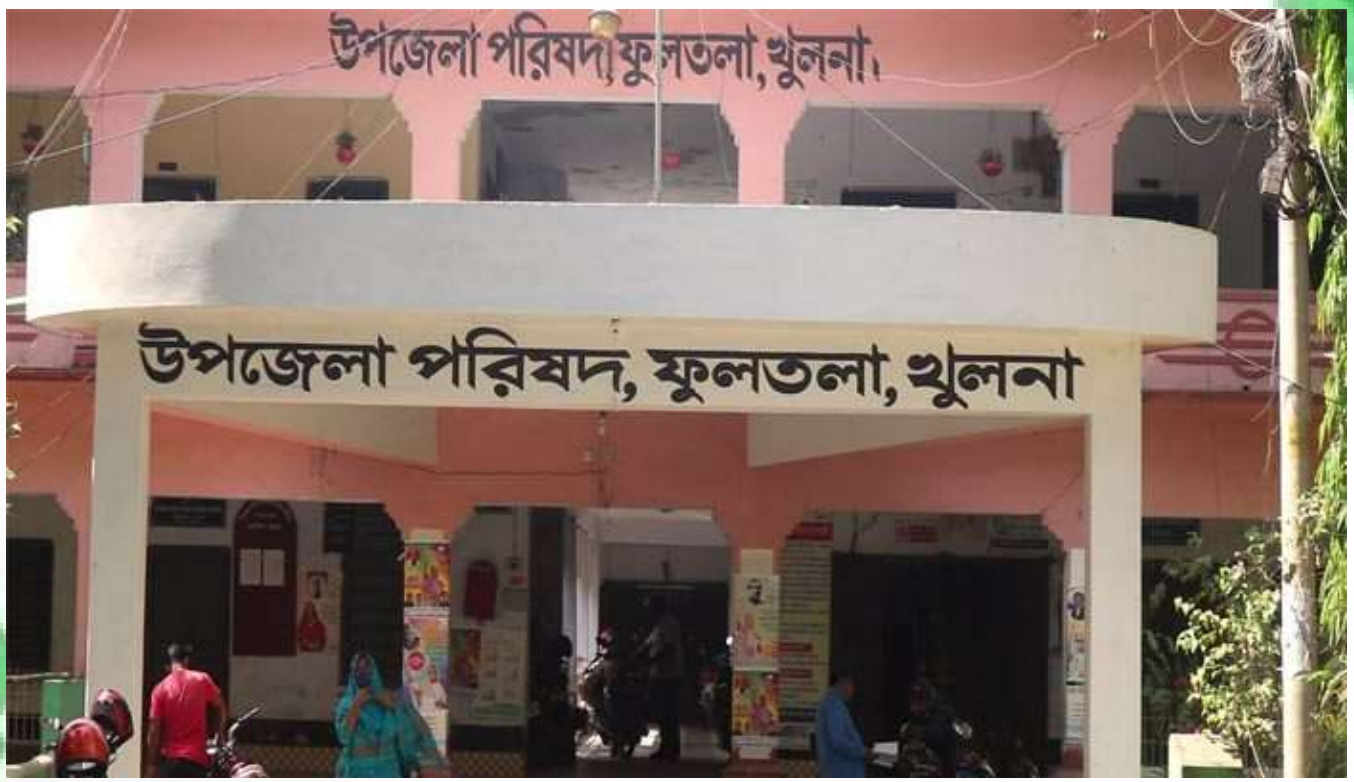

উপজেলা পরিষদ

ফুলতলা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ

ফুলতলা, খুলনা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদ, ফুলতলা, খুলনা।

সুচীপত্র

১. প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও উপজেলা পরিচিতি

১.১ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট.....৪
১.২ উপজেলা পরিচিতি.....৪
১.৩ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য.....১৩
১.৪ উপজেলা তথ্য ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ.....১৩
১.৫ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়েনর সীমাবদ্ধতা সমূহ.....১৫

২. দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্য সম্ভার

২. ভুমিকা.....১৬
২.১ উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে ফুলতলা উপজেলা).....১৬

৩. তৃতীয় অধ্যায়

২০২২-২৭ ভিত্তিক তথ্য

৩.১ উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন..... ২০

৪. চতুর্থ অধ্যায়

কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

এক নজরে ফুলতলাউপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের পরিকল্পনা

৫. পঞ্চম অধ্যায়

২০২২-২৭ অর্থ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি

৪.১ রূপকল্প (Vision) ২৭
৪.২ উপজেলার অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতসমুহ:.....২৭
৪.৩ রূপকল্প ২০৪১ এবং স্বপ্লোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা (LDC) এর আলোকে খাত ভিত্তিক আগামী পাঁচ বছরে ফুলতলাউপজেলাকে যেভাবে দেখতে চাই।.....২৭

৬.ষষ্ঠ অধ্যায়

মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

৫.১ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি.....৩১
৫.২ সুশাসন.....৩১
৫.৩ উপসংহার.....৩২

উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

জনগণের চাহিদা অনুসারে সেবা সরবরাহে উপজেলা পরিষদে কার্যকরি ভুমিকা রাখার অপুর্ব সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিত জনগণের অতি নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবিগণের সম্মিলিত প্রয়াসে জনগণের চাহিদার সাথে সঙ্গতি মিলিয়ে সেবা সরবরাহ করার পুর্বসুত্র হচ্ছে পরিকল্পিত পদক্ষেপ।

অপ্রতুল সম্পদ বা সম্পদের সীমাবদ্ধতায় জনগণের চাহিদা পূরণের বড় সমস্যা। এছাড়া উপজেলা পরিষদের সম্পদ প্রবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া দৃশ্যমান উন্নয়ন গ্রহণে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।এরই প্রেক্ষাপটে পরিষদের তহবিল, সরকারের অনুদান ও বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমুহ একটি সঠিক পরিকল্পনার আওতায় আনা হলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং দৃশ্যমান উন্নয়ন সহজ হবে। উল্লিখিত বিষয়সমুহ উপলব্ধি করে ও উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক ফুলতলা উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাজেট প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ফুলতলা উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাজেট প্রনয়ণের কাজে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং উপজেলা পরিষদের সংস্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রনিত বাজেট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংস্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

শেখ আকরাম হোসেন

চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

ফুলতলা, খুলনা।

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

একচল্লিশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি দেশকে উন্নত আয়ের দেশে উত্তরণ করতে উপজেলা পর্যায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ফুলতলা উপজেলা পরিষদ ২০২২-২০২৭ অর্থ বছরের যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতে জন অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন ফুলতলা উপজেলার অবোকাঠামোগত উন্নয়নসহ পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

একটি ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উপজেলা পর্যায়ে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমি ফুলতলা উপজেলা পরিষদের সংস্লিষ্ঠ সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন এবং ফুলতলা উপজেলার সমৃদ্ধি কামনা করছি।

কে.এম. জিয়া হাসান তুহিন
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফুলতলা, খুলনা।

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাণী

উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্টের মাধ্যমে উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তৃনমূল পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের আলোকে প্রণীত বইটি স্থানীয় জনগণের মধ্যে যেমন আশার আলো সঞ্চার করবে তেমনি উপজেলা পরিষদের প্রতি জনগণের আস্থা সুদৃঢ় হবে এবং জাতীয় সরকারের ২০৪১ সালের লক্ষ্যসমুহ অর্জনে উপজেলা পরিষদ কার্যকরী ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলা পরিষদ ৫ বছর মেয়াদী (২০২২-২০০২৭) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বই প্রনয়ণের যে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করছে তার সফল বাস্তবায়ন কামনা করি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফারজানা ফেরদৌস
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ফুলতলা, খুলনা।

সম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন সেবা, সমাজ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, স্বয়ম্ভরতা অর্জন, আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাগস্ই ও টেকসই কৃষি উন্নয়ন, পরিকল্পিত পরিবার গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থান উন্নয়ন, ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, আইনের শাসন প্রয়োগ ইত্যাকার বিষয়গুলোর যথাযথ বাস্তবায়নের আশা নিয়ে অধীর আগ্রহে উপজেলা পরিষদের দিকে চেয়ে থাকে গ্রাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিক। উপজেলা পরিষ গ্রামের তৃণমূল জনগোষ্ঠির সত্যিকারের চাহিদা পূরণের একটা স্থানীয় প্লাটফর্ম তাই এটার শক্তিশালীকরণ ও বিকেন্ত্রীকরণের কোন বিকল্প নেই। উপজেলা পরিষদ কে আরো গতিশীল এবং জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কে একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিনত করার সরকারের উদ্যোগকে সফল করার জন্য ফুলতলা উপজেলা কর্তৃক প্রথমবারের মত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপজেলা পরিষদ কে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে সবার সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা কে বিবেচনায় রেখে স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদার আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও অংশগ্রহনের ভিত্তিতে **"পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা"** নামক এই প্রকাশনা তৈরি করা হয়েছে, ফলে এটা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে সাথে উপজেলায় কর্মরত সকল দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী, জন প্রতিনিধি, আমজনতা সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এই প্রকাশনা উপজেলার বাজেট প্রণয়ন, উপজেলা পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিসহ সকল কর্মকর্তা যাঁরা তথ্য, উপাত্ত ,শ্রম, মেধা ও মননশীলতা দিয়ে আমাকে নিরন্তর সহায়তা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি তাঁদেরকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

খোশনূর রুবাইয়াৎ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

উপদেষ্টা:

বাবু নারায়ন চন্দ্র চন্দ
জাতীয় সংসদ সদস্য
১০৫, খুলনা-০৫

প্রকাশনা কমিটি :

১. **খোশনূর রুবাইয়াৎ** - সভাপতি
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

২. **রনজিৎ কুমার** - সদস্য
উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা
ফুলতলা,খুলনা।

৩. **ফাতেমা বেগম** - সদস্য
মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

৪. **রফিকুল ইসলাম** - সদস্য
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

৫.**নাদিয়া সুলতানা** - সদস্য
উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা
ফুলতলা, খুলনা।

৬. **রাজু আহমেদ** - সদস্য সচিব
সহকারী প্রোগ্রামার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যালয়
ফুলতলা, খুলনা।

সম্পাদনায়:

খোশনূর রুবাইয়াৎ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলতলা, খুলনা।

কারিগরী সহযোগীতায়:

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)

আর্থিক সহযোগীতায়:

উপজেলা পরিষদ, ফুলতলা, খুলনা।

প্রকাশকাল : ২০২২ সাল।

তথ্য সংগ্রহ

বি.এম. সেলিম রেজা
সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর।
উপজেলা পরিষদ
ফুলতলা, খুলনা।

ডিজাইন ও মুদ্রণে:

ডিজিটাল সেন্টার
উপজেলা পরিষদ, ফুলতলা, খুলনা।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

১.১ ভুমিকা ও প্রেক্ষাপট ঃ

উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন সৃষ্টি করাকে বুঝায়। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কৌশলগতভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। অতীতের এ ধারাবাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১১ সালে সংশোধিত) এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য করা হয়, সেহেতু কোন দায়িত্বগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থে এটা করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায় দায়িত্বের মধ্য হতে কোন সময়ের জন্য কোন প্রাধান্য দেয়া হবে বা অগ্রাধিকার দেয়া হবে তা সুনির্দিষ্ট করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করা। খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফুলতলা উপজেলা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রালয়ের নির্দেশনা এবং উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্টের আর্থিক সহযোগীতায় অভয়রগর উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে উপজেলা তথ্য পরিকল্পনা ও বাজেট বইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনা বই তৈরীর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং একটি গণতান্ত্রিক কার্যকর শক্তিশালী পরিষদ গঠন। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প, **রূপকল্প ২০৪১ এবং স্বপ্লোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের** লক্ষ্য সমূহ বিশেষ ভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগণের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে ফুলতলা উপজেলার বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়াস নেয়া হয়।

১.২ উপজেলা পরিচিতি ঃ

ক) **ভৌগলিক পরিচিতি:** ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ফুলতলা২৫°- ৫৫′ এবং ২৩°- ০৭′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ১৮′ ও ৮৯°- ৩৪′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ-এ অবস্থিত।

খ) অভয়নগরের আয়তন ও অবস্থান ঃ ফুলতলাউপজেলার আয়তন ৬১.০৮১ একর, ৯৫.৪৪ বর্গমাইল, ২৪৭.১৯ বর্গকিলোমিটার। পুর্বে নড়াইল ও কালিয়া, পশ্চিমে কোতয়ালী ও মনিরামপুর, উত্তরে কোতয়ালী ও নড়াইল এবং দক্ষিণে মনিরামপুর ও ফুলতলা অবস্থিত। উপজেলার, উত্তরে যশোর জেলা শহর। যশোর জেলা শহর হতে সড়ক পথে ফুলতলা উপজেলার দুরত্ব ৩০ কি.মি.।

গ) নামকরণ ঃ ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ মার্চ বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ফুলতলা মৌজায় ফুলতলাথানা প্রতিষ্ঠিত হলে পুরো এলাকা ফুলতলাথানা হিসেবে পরিচিত পায়। বাঘুটিয়া ইউনিয়নের ফুলতলা গ্রামের নাম করণে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের কন্যা রানী অভয়ার নামানুসারে ফুলতলা গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। আবার অনেকের মতে অভয়া রাজকন্যা নয়, দাসী ছিলেন। অনেকে মনে করেন অভয়া নীলকণ্ঠ রায়ের কন্যা নয়। রাজা প্রজাপাদিত্যের কন্যা ছিলেন। সে যাই হোক অভয়রগরের নাম নাম রানী অভয়ার নামানুসারে চয়িত এটি তত্ত্ব গতভাবে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক অভয়াকে চাচরার রাজা রাজা নীলকণ্ঠ রায়ের কন্যা বলে স্বীকার করেছেন। ১৯৮৪ সালের ১ আগষ্ট তৎকালিন ফুলতলা থানা উপজেলার মর্যাদা লাভ করে এবং বর্তমানে নওয়াপড়া পৌরসভার গোয়াখোলা মহল্লার ৫ একর জমির উপর উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত।

মানচিত্রে ফুলতলা উপজেলা

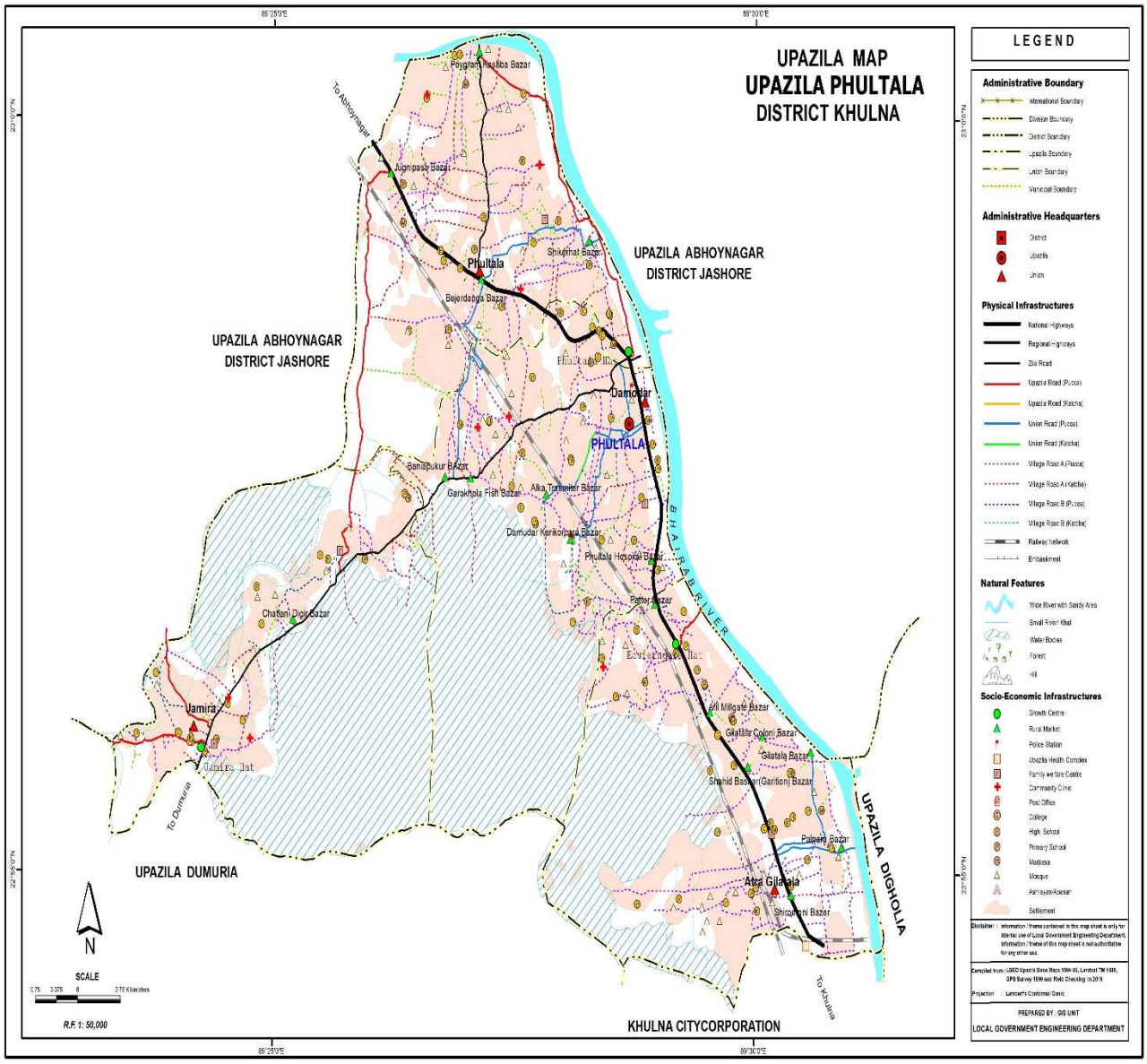

ঘ) বৃহত শিল্প ঃ

খুলনা বিভাগের মধ্যে অভয়রগর শিল্পের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। এখানকার উল্লেখযোগ্য বৃহত শিল্প গুলি হচ্ছে, পাঠ শিল্প, চামড়া শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সার এবং সিমেন্ট। এ সকল শিল্পগুলি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখছে। এসকল শিল্পে উপজেলার অনেক নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থানের ফলে এলাকার বেকারত্ব অনেক অংশে লাঘব হয়েছে। এছাড়াও এখানে খান জাহান আলী বিদ্যুত এবং কোয়ানটাম প্লাট-এর মাধ্যমে উতপাদিত বিদ্যুত বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করছে।

১.৩ পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে যার কাছে যত তথ্য আছে সে, তত সমৃদ্ধশালী। সেই সূত্র ধরেই ফুলতলা উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা হয়েছে। যেহেতু পরিকল্পনা বইটি অত্র উপজেলার একটি তথ্য ভান্ডার সেহেতু এই বই উপজেলার সকল দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সকল কাজ কর্মে সহায়তা করবে। এছাড়া অন্যান্য জেলা ও উপজেলা ফুলতলা উপজেলা সম্পর্কে একটি সুষ্ঠ ধারণা পাবে। উপরোক্ত কারনে এই পরিকল্পনা বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও অত্র পরিকল্পনা বইটি প্রণয়নে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্যেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) ফুলতলা উপজেলার জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করা এবং স্থানীয় সম্পদ অর্জনের মাধ্যমে পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়ন করা

খ) ফুলতলা উপজেলার সবার (স্টেক হোল্ডার) অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফুলতলা উপজেলা পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি সাধন;

গ) আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতি গঠণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করে;

ঘ) পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন, শস্য, প্রাণি সম্পদ, মৎস্য ইত্যাদিরউৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

ঙ) অত্র উপজেলার পশ্চাদপদ জনগোষ্টিকে অগ্রসরমান করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করা

চ) অত্র তথ্য,পরিকল্পনা ও বাজেট বই তৈরীর মধ্য দিয়ে এলাকার জনগণের নিকট উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।

১.৪ পঞ্চবার্ষিকী বই প্রণয়নের ধাপ সমূহ ঃ

স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪২ নং অনুচ্ছেদে জন অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান রয়েছে। সে লক্ষ্যে ফুলতলা উপজেলা পরিষদের একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ফুলতলা উপজেলা পরিষদের বাজেট ও পরিকল্পনা বই প্রণয়নের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় হতে ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিষদের সভার মাধ্যমে ফুলতলা উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ হস্তান্তরিত দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ফুলতলা উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে ফুলতলা উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য ও পরিকল্পনা সংগ্রহ করে বইটি প্রণয়নের জন্য ৬(ছয়) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটিসহ পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে এর অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করা হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও অ-হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য ও পরিকল্পনাও সংগ্রহ করা হয় এছাড়াও ফুলতলা উপজেলার সুধিজন, গন্যমান্য ও বিভিন্ন পেশাজীবি ব্যক্তিদের নিয়ে পরিকল্পনা ও বাজেট বই এর

বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। এরপর পরিকল্পনা ও বাজেট কমিটি উল্লেখিত পরিকল্পনা ও তথ্য নিয়ে পরপর কয়েকটি সভার মাধ্যমে একটি খসড়া পরিকল্পনা ও তথ্য বই প্রণয়ন করেন। অতঃপর উক্ত খসড়া পরিকল্পনা বইটি সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসে (১ম বই) ও আগষ্ট/২০২২ মাসে (২য় বই) পরিষদের বিশেষ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কিছু সংশোধনী সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা বইয়ের গঠন কাঠামো ও অন্যান্য বিষয়াদি নিয়ে উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট এর বিভাগীয় প্রতিনিধি ও পরিচালক, স্থানীয় সরকার,খুলনা বিভাগ, খুলনা মহোদয় এবং খুলনা ডিভিশনাল ফ্যাসিলিটেটর মহোদয়ের সম্মুখে এটি উপস্থাপন করা হয়। পরিকল্পনা ও তথ্য বইটি তৈরী করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নিম্নে উল্লিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে।

১৩

তথ্য সংগ্রহ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

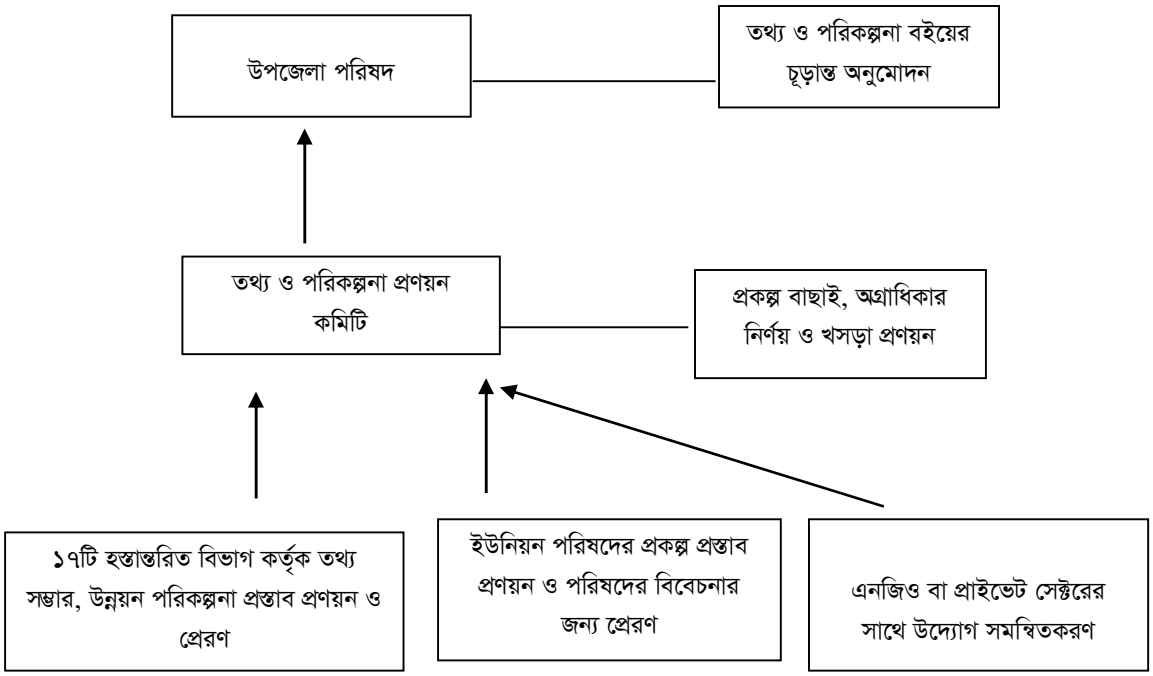

ক) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা।

খ) পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট কমিটি এবং দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদের চিত্র তৈরী করে পরিষদে খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরীতে সহয়তা করেছে;

গ) উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিকে সক্রিয় ও সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে;

ঘ) পরিকল্পনা কমিটি খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় সভায় আলোচনা করে উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারী, বেসরকারী ও সকল পেশাজীবি কর্মকর্তাদের মতামত আহবান করে। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শুনে সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন।

ঙ) ফুলতলা উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সমন্বিত ভাবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করেছে।

উপরোল্লিখিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ফুলতলা উপজেলা পরিষদ প্রথম বারের মত উপজেলা তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

১.৫ বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা সমূহ ঃ

ফুলতলা উপজেলা এই প্রথমবারের মতো একটি পরিকল্পনা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে। পরিকল্পনা বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ক) উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে বিধায়, সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বর্তমান তথ্যের উপর ভিত্তি করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা বেশ দুরূহ।

খ) পরিকল্পনা বই প্রণয়ন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার অভাব।

গ) এ ধরনের পরিকল্পনা প্রথম করতে গিয়ে এর কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা না থাকায় সকলের মধ্যে সংশয় ও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয়েছে।

চাহিদার তুলনায় সম্পদের পরিমাণ কম থাকায় প্রকল্প বাছাইকরণ বেশ বেগ পেতে হয়েছে।

গ) পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কারনে পরিকল্পনা বই প্রণয়ন

করতে সময় বেশি ব্যয় হয়েছে।

ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রেরণা প্রদানের অপ্রতুলতা।

২. ভুমিকা ঃ ভৈরব নদী বিধৌত উপজেলা হচ্ছে অভয়নগর। ভৈরব নদী অভয়নগরকে উত্তর-দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত করেছে। দক্ষিনাংশে চারটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা এবং উত্তরাংশে চারটি ইউনিয়ন। আমাদের এই উপজেলায় কি কি আছে তার একটি চিত্র এই অধ্যায়ে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফুলতলা উপজেলার বিদ্যমান অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের উপজেলার খাতভিত্তিক তথ্যে এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনের কার্যক্রমও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সারণীতে প্রদত্ত তথ্যাবলী নাগরিকদের উপজেলা পরিষদে সরকারের হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে জানতে সহায়তা করবে। কর্ম পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই সকল তথ্য হালনাগাদ রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করেছি। পরিবর্তীতে এই সকল তথ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে আরো ফলপ্রসূ করবে।

২.১ উপজেলার সাধারন তথ্য ঃ (এক নজরে ফুলতলা উপজেলা)

উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষা,স্বাস্থ্য, অবকঠামো,কৃষি ও সেচ ,মৎস্য,ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ৬১.০৮১একর, ৯৫.৪৪ বর্গমাইল, ২৪৭.১৯ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ফুলতলাউপজেলার মোট জনসংখ্যা ২,৬২,৪৩৪ জন।

সাধারণ তথ্য		
ক্রঃ নং	**বিবরণ**	**তথ্য**
১	উপজেলার সীমানা	ভৌগলিক অবস্থান ঃ পুর্বে নড়াইল ও কালিয়া, পশ্চিমে কোতয়ালী ও মনিরামপুর, উত্তরে কোতয়ালী ও নড়াইল এবং দক্ষিণে মনিরাপুর ও ফুলতলা অবস্থিত। উপজেলার, উত্তওে যশোর জেলা। যশোর জেলা শহর হতে সড়ক পথে ফুলতলা উপজেলার দুরত্ব ৩০ কি.মি.।
২	উপজেলার আয়তন	৬১.০৮১একর, ৯৫.৪৪ বর্গমাইল, ২৪৭.১৯ বর্গকিলোমিটার
৩	জেলা সদর হতে দুরত্ব	৩০ কি.মি.।
৪	জনসংখ্যা	২,৬২,৪৩৪ জন। (পুরুষ-১,৩১,৮৪৬ জন, মহিলা- ১,৩০,৫৮৮ জন)
৫	বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	৮০%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৪০ জন (প্রতি কি.মি.)।
৭	নির্বাচনী এলাকা	যশোর-৪ (অভয়নগর,বাঘারপাড়া,বসুন্দিয়া)
৮	ভোটার সংখ্যা	১,৬২,৭২৮ জন (পুরুষ- ৮০,৪২৮ জন, মহিলা- ৮২,৩০০ জন)

৯	পৌরসভা	০ টি (আয়তন- বর্গ কি.মি.)
১০	ইউনিয়ন	০৪ টি।
১১	মৌজা	৮৯ টি।
১২	গ্রাম	১২৬ টি।
১৩	ডাক বাংলো	০১ টি।
১৪	ব্যাংক শাখা	১৪ টি।
১৫	সরকারী খাদ্য গুদাম	০১ টি।
১৬	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১ টি।
১৭	পাঠাগার	০১ টি।
১৮	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	১৮৪ জন।
১৯	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১ টি।
২০	কমিউনিটি ক্লিনিক	২৬ টি।
২১	পাঁকা রাস্তা	১০৬.০০ কি. মি.।
২২	কাঁচা রাস্তা	৪৮৮.০০ কি. মি.।
২৩	জলাশয় (খাস পুকুর)	৫ টি।
২৪	আশ্রয়ন প্রকল্প	১টি (সুবিধাভোগী- ১১০ জন)।
২৫	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৭ টি।
২৬	মোট কৃষি জমি	২৪,৭৩২ হেক্টর।
২৭	মসজিদ	২৮০ টি।
২৮	মন্দির	১১৩ টি।
২৯	পোষ্ট অফিস/সাব পোষ্ট অফিস	১ টি। (সাব- ৩টি)
৩০	সাব রেজিষ্টার অফিস	১ টি।
৩১	পশু হাসপাতাল	১ টি।
৩২	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৫ টি।
৩৩	মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪৫টি (নিম্ন মাধ্যমিক-১০টি)
৩৪	কলেজ	১০ টি
৩৫	ফাজিল মাদ্রাসা	২ টি।
৩৬	দাখিল মাদ্রাসা	১১ টি।
৩৭	শিক্ষার হার	৫৩.৫৫ %।
৩৮	নদীর সংখ্যা	০২ টি
৩৯	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৮ টি।
৪০	খেলার মাঠ	২৩ টি।
৪১	বেসরকারী সংস্থা (NGO)	৩২ টি ।

৪২	মোট নিবন্ধিত সংগঠন	১১৮টি।
৪৩	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৮ টি।
৪৪	খাস জমির পরিমাণ	২২১৫.২৭একর (কৃষি+অকৃষি)।

তথ্য বিশ্লেষণ ঃ খুলনা জেলা সদর থেকে ফুলতলা উপজেলার দুরত্ব মাত্র ২০ কি. মি.। সড়ক পথে খুলনা সদর থেকে বাস/সিএনজি ট্রেন যোগে অতিসহজে ফুলতলা উপজেলায় যাতায়াত করা যায় এবং সময় লাগে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট। ইহা ছাড়াও অত্র উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪টি ইউনিয়ন নদীর ওপারবর্তী বিধায় ওপারের লোকজন ফুলতলা উপজেলায় নৌপথে যাতায়াত করে। ফুলতলা উপজেলা মোট জনসংখ্যা ২,৬২,৪৩৪ জন। (পুরুষ-১,৩১,৮৪৬ জন, মহিলা- ১,৩০,৫৮৮ জন)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৮০%। অভয়নগরে মোট জনসংখ্যার ৮০.৬৪ % মুসলিম, ১৮.৭০ % হিন্দু, ০.০৩% অন্যান্য। জনসংখ্যা ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৫ জন। কৃষি নির্ভর এই উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২৫১০০ হেক্টর।

তৃতীয় অধ্যায়: ২০২২-২৭ খাত ভিত্তিক তথ্য

৩.১

ছক-২ : উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানের যে কল কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/বিস্তৃত	কারণ			
স্বাস্থ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	১৬.১১২ জন রোগী	১. উপজেলা স্বাস্থ্য কমক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদুৎ ব্যবস্থা নেই। ২. স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সিসি ক্যামেরা পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। ৩. মাঠ পর্যায়ে থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত এম্বুলেন্স নাই। ৪. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যভস্থা ও বর্জ্য ব্যভস্থাপনার সুব্যবস্থা নাই। ৫. ডাইনিং রুম না খাকায় রোগী ও তার	কার্যক্রম নাই।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে াগত ১৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	১. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ২. হাসপাতালের বাহিরে একটি ওয়াশ বরেকর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩. হাসপাতালের ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৪. জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইপিআই টিকিাদান কেন্দ্র সমূহে শেড নির্মাণ করা যেতে পারে।

				স্বজনেরা ওয়ার্ডেই খাবার খায় ও পরিবেশ নষ্ট করে। ৬. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও বাহিরে কোনটয়লেটের ব্যবস্থা নই। ৭. হাসপাতালে আগত রোগী ও তাদের স্বজনদের সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নাই।			
স্বাস্থ্য	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানস্মত স্বাস্থসেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	৩টি উপ স্বাস্থ্য, ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক	২,০৩,৪১৭ জন রোগী	১. ৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। ২. ৩টি উপস্বাস্থ্য ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি নাই। ৩. মাঠ পর্যায় থেকে স্বাস্থ্য তেন্দ্রে ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আসার জন্য পরিবহণ নাই। ৪. কমিউনিটি ক্লিনিকে বাউন্ডারী না খাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কার্যক্রম নাই।	৩টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত ৬৭ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	১. ৩টি উপ স্বাথ্য ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে। ২. ৩টি উপ স্বাথ্য ও ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ওচিকিৎসা যন্তপাতি দেওয়া যেতে পারে। ৩. মাঠ পর্যায়থেকে উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কউিনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত স্থানীয় পরিবহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	উপজেলার গর্ভবতী মায়েরা নবজাতক সমূহ মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে আছে।	ফুলতলাউপজেলার ৮ টি ইউনিয়নের ৭২ টি ওয়ার্ডে।	ফুলতলাউপজেলার ৫২৭২৩জন সক্ষম দম্পতি	১. উাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অশিক্ষত দাই/নার্স দ্বারা বাচ্চা প্রসব করা। ২. উপজেলার গর্ভবতী মায়েদেও গর্ভকালীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক নরামাল ডেলিভারী সুফলের ব্যাপাওে অবগত নন। ৩. ইউনিয়ন স্বাস্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র সমূহে নরমাল ডেলিভারীর ব্যবস্থা নাই এমনকি নরমাল ডেলিবারীর যন্ত্রপাতি নাই।	১. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ইউনিয়ন পর্যয়ে ৫টি ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রও ৮০ জন স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।	আনুমানিক ১০,৭৭০ গন গর্ভবতী মা।	. গর্ভবতী মা ও তার পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর সুবিধা ও গর্ভবতীর জটিলতা সর্ম্পকে অবহিত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে আগামী ৫ বছওে ৮ টি অবহিতকরন ক্যাম্পেইন /উঠান বৈঠক/পরিবার সমাবেশ পরিচালনা করতে পারে। ২. ৫ টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ ও উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের অপারেশন য়িেটার রুমের মানস্মত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্তপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩. ৭২ জন সিএসবিএ স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	উপজেলার দারিদ্র ও প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত পরিবার সমূহ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।	ফুলতলাউপজেলার ৮টি ইউনিয়ন।	প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৭ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার ।	১. উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার কোন প্রোগ্রাম চালু না থাকায় স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপাওে সঠিক ও যতেস্ট পরিমান এ্গান নাই।	ফুলতলাউপজেলায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে মাসে ৫৮টি স্যাটেলাটি ক্লিনিক সম্পাদিত হয়। কিন্ত প্রশিক্ষক ও অর্থাবাবে স্বাসথ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালু বরা যায় নাই।	প্রত্যান্ত এলাকায় বসবাসরত ২১,১৮৭ টি পরিবার দরিদ্র পরিবার।	১.৫৮ টি স্যাটেলাইটে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রাম চালু করতে ৬০ জন দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরী করা যেত পারে। ২. প্রতিটি স্যাটেলাইটে মাসে একবার একজন দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা দরিদ্র পরিবারের নারী/গৃহণীদেও ২০/৩০ জনের ব্যাচ ভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষ প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে। ৩. প্রতিটি স্যাটেলালাইট পরিচালনার জন্য মৌলিক যন্ত্রপাতি এর ব্যভস্থা করা যেতে পারে
জনস্বাস্থ্য	উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও শিক্সা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র ছাত্রীরা পানিবাহিত রোগের ঝুঁকির মধ্যে আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	অত্র উপজেলার প্রায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিনবিহীন পরিবার ও ২৯৫৪ টি পরিবার নলক্কপবিহীন। ১০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯টি মাদ্রাসা ।	১. অর্থিক সংকটের কারনে দরিদ্র পরিবার সমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যট্রিন স্থাপন করতে পারছে না। ২. দরিদ্র পরিবার সমূহ আর্থিক সংকটের কারনে নলক্কপ স্থাপন করতে পারছে না। ৩. পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন বিষয়ে সচেতনতার অভাবে দরিদ্র পরিবার সমূহ ল্যাট্রিণ	১. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনিদিষ্ট সংখ্যক ল্যট্রিণ প্রদান করা হচ্ছে। ২. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ও অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীন পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর অনিদিষ্ট নলক্কপ বসানো হচ্ছে।	১. ৫৩১২ টি পরিবার ল্যাট্রিণ বিহীন থাকবে। ২. নলক্কপ বীহিন ২৯৫৪ টি পরিবার বিশুদ্ধ পানির ব্যভহাওে হতে বঞ্চিত হবে। ৩. ৪২ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ওয়াশ ব্লক থেকে বঞ্চিত থাকবে ।	১. উপজেলায় ৫৩১২ টি ল্যাট্রিণবিহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে ল্যাট্রিণ স্থাপন করতে সহায়তা করা হবে। ২. নলক্কপবিহীন ২৯৫৪ পরিবারের মাঝে নলক্কপ স্থাপন করা হবে। ৩. ৪২টি ,াধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৯ টি মাদ্রাসায় ওয়া ব্লক

				ব্যাবহার করে না। ৪. উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠনসমূহে ছাত্রছাত্রীদেও ব্যবহার উপযোগী স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশ ব্লকের অভঅব রয়েছে।			নির্মান করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদেও উপস্থিতির হার আশনারুপ নয়।	সমগ্র উপজেলার ৪৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯ টি মাদ্রাসা।	২০,০০০ হাজার ছাত্র ছাত্রী	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে।	মাদ্যমিক শিক্সা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৬টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে ।	৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি মাদ্রাসায় দূর্বল অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামদি ও অভাব রয়েছে।	১. ৩৭ ৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ১৯ টি মাদ্রাসা ও ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন করা যেতে পারে। ২. ৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,১০ টি ও ৫টি কলেজে বেঞ্চ সরবরাহ করা যেতে পারে। ৩. ২০ টি বিদ্যালয় ও ১৫টি মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক করা যেতে পারে।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে মানসম্মত, আধুনিক পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ ব্যাহত হচ্ছে।	অত্র উপজেলায় ১৬৬ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ।	৩৬৫৪২ জন শিক্ষার্থী	১. প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ জরাজির্ণ অবস্থা ও পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্যেণীকক্ষ প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রত নাই। ২. পর্যাপ্ত পরিমানে আইসিটি প্রমিক্ষন প্রাপ্ত শিক্ষক ও ডিজিটাল কনটেন্ট উপযোগী পাঠদানে	পিইডিপি -২২২-২৩ অর্থবছওে ২১টি বিদ্যালয়েরভবন নির্মাণ কাজ চলেছে। ২. স্লিপ এর মাধ্যমে পাঠদান উন্নয়ন ১৬৬টি বিদ্যারযের প্রতিটিতে ৫০-৭০০ হাজার টাকা প্রদান করা হেয়ছে।	৩৬৫৪২জন শিক্ষার্থী	১. ১৬৪ টি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট এ পাঠদান উপযোগী শ্যেণীকক্ষ সজ্জিতকরন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরী করা যেতে পারে। ২. ৮৩১ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৌরির উপর

				উপযোগী শিক্ষক নাই।			প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেত পারে। ৩. ১১০ টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রত প্রদান করা যেতে পারে। ৪. ৯টি ভবন মেরামত করা যেতে পারে।
কৃষি	উপজেলার কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিক ভাবে কম লাভবান হচ্ছে	**ফুলতলা**উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন	৪৭,০০৭ টি কৃষি পরিবার	১.আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য, সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের ধারনা থাকা দরকার । ২. আধুনিক কৃষি যনত্রপাতি ক্রয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব। ৩. পাকাা সেচ নালা না থাকায় দরন সেচের ৩০% পানি অপচয় হচ্ছে এবং বিদুৎ ও ডিজের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১.আধুনিক খরাকৌশল এর মাধ্যমে কৃষক পযায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১২৫টি দলেমোট ১৮৭৫ জন কৃষক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্লক আকারে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সম্বন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর মাধ্যমে ৮টি দলেমেট ৫০৫ জন কৃষকের মাধ্যমে আধুনিক শস্য উৎপাদন মাধ্যমে বহুবিধ শস্য প্রবর্তন।	৩৪,৯৪৭ জন কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ পাবে না।	১. ৪০০ টি কৃষক পরিবারকে জৈব সার উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২. উপজেলার বিভিন্ন কৃষক দলের মাঝে আধুনিক কৃষি উপকরণ প্রদান ব্যভস্থা করা যেতে পারে্ । ৩. ১০০০ মিটার সেচ নালা পাকা করার ব্যভস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশুপাখি পালনকারি পরিবারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন ।	৬০ হাজার পরিবারের ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু মহিষ, ছাগল ও ভেড়া ৭০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষাথি+ধক দেশি মুরগী, কবুতর ও হাঁস।	১.গবাদি পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে কৃমনাশক ও টিকা প্রদান ান করার কারনে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশুপাখি বিভিন্ন রোহজনিত কারনে	উপজেলা প্রাণিসম্পদ হতে ২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য বার্ষিক ৭ লক্ষ ডোজ টিকার চাহিদার বিপরীতে প্রতি বছর মাত্র ৬০ হাজার ডোজ কওে টিকা প্রদান করা হচ্ছ। ৪ লক্ষাধিক দেশি হাঁস, মুরগী কবুতওে রাণক্ষেত রোগের জন্য বছরে ২৪ লক্ষ ডোজ	=২ লক্ষ ২০ হাজার গবাদিপশুর জন্য ৫ বছওে ৩২ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে। ৪ লক্ষধিক দেশি মুরগী, হাঁস ও কুতররের রানীক্ষেত	১.উপজেলা পরিষদ ৯০ হাজার ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রাগের প্রতিষেধক রোগের প্রয়োজনিয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। ২. ২ লক্ষ ২০ হাজার গরু ছাগল ও

				বিশেষত: গরু ও মহিষের ক্ষুরা রোগ ও ভেড়ার পিআর ও দেশী মুরগী রানীক্ষেত রোগে মারা যাচ্ছে। ২.গবদি গশুর কৃমিনাশক প্রয়োগ, ভ্যাক্রিনেণন ও পালন পদ্দতি বিষয়ে পশুপাখি পালনককারিদের ব্যবহারিক দক্ষতার অভাব।	চাহিদার বিটরীতে প্রতি বছর ৩ লক্ষ ডোজ প্রদান করা হচ্ছে।	রোগের জন্য ৫ বছওে কোটি ৫ লক্ষ ডোজ টিকার প্রয়োজন হবে।	ভেড়ার কৃমিনাশক ২ লক্ ৩০ হাজার গরু ও মহিষের ত্ষুরা রোগের প্রতিষধক ও প্রযোজনীয় উপকরণ প্রদান করা যেতে পার।
মৎস্য	গ্রীষ্মকালীন মৎস্য চাষিরা মাছ উৎপাদন করতে পারছে না।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৩৫৬০ জন মৎস চাষি।	১.পুকুরগুলো যথেষ্ট পরিমানে গভীর না হওয়াতে গ্রীষ্মকালে উপজেরার অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে যায় এবং পনির অভাবে মাছ চাষ ব্যাহত হয়। ২. ভূগভস্থ পানির যথেষ্ট ব্যভহারের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা কমে যাচ্ছে।	১. অইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ ও প্রযক্তি সেবা প্রকল্প সম্প্রসারন প্রকল্প এর মাধমে বাৎসরিক বরাদ্ধ অনুযায়ি আনুমানিক ১০২ জন মাছ চাষিকে মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।	৩০৫০ জন মৎস্য চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান পাবে না।	১. ২০০ জনমৎস্য চাষীর স্বল্প মেয়াদী মাচচাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২.৩৫৬০ জন মৎস্যচাষির মাঝে দল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে।
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র,বিধবা, প্রতিবন্ধি, তারাক প্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীদেও কর্মসংস্থানের অভব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৮৫০০ জন নারী।	১.প্রয়োজনীয় এ্গান, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব। ২. দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারী প্রমিখ্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ নিতে পাওে না। ৩. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা, অবকাটামো	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কায়ালয় কর্তৃক পরিচালিত মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্প এর মাধ্যমে প্রতি বছর ২৪০ জন মহিলাদেও দর্জি বিএ্গান ও বল্ক কাটিক ট্রেডে প্রমিখ্ণ প্রদান করা হচ্ছে ।	৭৩০০ জন নাররি কর্মসংস্থানর সুয়োগ হতে বঞ্চিত হবেন।	১. ৩০০জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় আসবাবপ্রত প্রদান করা যেতে পারে।

				সমস্যা, আসবাবপত্র সংকটের কারণে সীমিত সংখ্যক নারীদেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব যাচ্ছে না।			
যোগাযোগ	জনগণ উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবাগুলোকে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মূখীন হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৮৫.৩২ কিমি ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি গ্রামীন সড়ক কাঁচা ১২৫.৪৯ কিমি পাকা সড়ক রেমামত প্রয়োজন।	১. ৮৫.৩২ কিমি ইউনিয়ন ও ৪৬৫.২৭ কিমি গ্রামীন সড়ক কাঁচা ১২৫.৪৯ কিমি পাকা সড়ক ও সংযোগকারী সড়ক কাঁচা হওয়াতে উপজেরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবাগুলো যাতায়তের ক্ষেত্রে জনগণ দূভোগের শিকার হচ্ছে । উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ডিনিয়ন ও গ্রামীন সড়কসমূহের পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের ড্রেন ও কালভার্ট না থাকায় সড়কে জলাবদ্ধাতা তৈরি হচ্ছে এবং গাইড ওয়াল না তাকায় সড়ক ভেঙে যাচ্ছে এবং সড়কের স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে ।	১. গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যমে স্বনির্ভরশীল করা হবে। ২. পল্লী সড়ক ব্রীজ/কালভার্ট কর্মসূচী এর আওতায় আনুমানিক ৬০ কিমি নড়ক সংস্কার করা হবে।	৪০৭ কিমি গ্রামীণ সড়ক কাঁচা থেকে যাবে।	১. ১০ কিমি সংযোগ ড়ক উন্নয়ন করা যেতে পারে। ২. ২৫০০ মিটার গাইড ওয়াল ও ২৫০০ মিটার ড্রেন নির্মাাণ করা যেতে পারে। ৩. বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে ২৪টি কালভার্ট করা যেতে পারে। ৪. বিভিন্ন গ্রামীণ সড়কে চার দিকে সোলার বাতি প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	উপজেলার আভ্রয়ন পকল্পসমূহে বসবাসরত পরিবারসমূহের খেলাপী	উপজেলার আশ্রায়ন প্রকল্প	১. নিদিষ্ট কোন ট্রেডে প্রশিক্ষিত না হওয়াতে পরিবাসমূহ লেোনের সঠিক ব্যবহার করছে না।	--	---	--	--

	লোনের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।		২. পরিবারের সদস্য বৃদ্ধি পাওয়াকে অনেক পরিবার ব্যরাক ছেড়ে চলে যাচ্ছে				
সমবায়	উপজেলার আশ্রয়ন প্রকল্পসমূহ বসবাসরত পরিবার সমূহের খেলাপি লোনের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ, অভয়নগর, যশোর	নিদিষ্ট ৫২ টি কার্যকর সমবায় সমিতির ১০ িতে ১০ হাজার সদস্য।	উপজেলা সমবায় সমিতির কার্যালয় জরাজির্ণ অবস্থা।	কার্যক্র, নাই।	নিবন্ধিত ৫২টি কার্যক্রম সমবায় সমিতি ১০ হাজার।	১. জরুরী ভিত্তিতে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
যুব উন্নয়ন	উপজেরা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে আগত সেবা গ্রহিতাদেও সেবা প্রাপ্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, অভয়নগর, যশোর	-	-	কার্যক্রম নাই।	-	সেবা গ্রহিতাদেও সেবা প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে টিঠি প্রদান করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়হতে লোন গ্রহীতারা লোন পরিশোদের অনীহা দেখাচ্ছেন এবং লোন খেলাপী হয়ে যাচ্ছেন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	৪০০০ জন গ্রহীতা	১. গ্রহীতা রোনের অর্থ সঠিক খাতে বিনিয়োগ করতে পারছে না 2. লোনের অর্থ পরিশোধে অনীহা ও অপারগতা প্রকাশ করা।	কার্যক্র, নাই।	৪০০০ জন লোন গ্রহীতা।	১ উপজেরা পরিষদ ৪০০০ জন লোন গ্রহীতার জন্য অঅয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।
দুর্যোগ ব্যভস্থাপনা	দূর্য়োগপূর্ব, দুর্যোগবালী ও দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগণ	১.দূর্যোগের সময় জসগণের করণীয় সর্ম্পকে থারনার অভাব। ২. দূর্য়োগকালীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধারূলক পরিচালনা করার জন্য প্রমিখ্ষত স্বেচ্ছাসেবক নেই।	১. দূর্য়োগ পরবর্তী প্রকল্প বাসতবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মাঝে থ্রঅণ সহায়তা প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. প্রতি ইউনিয়ে ০১ টি দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়: কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০২৭)

এক নজরে ফুলতলা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল খনন ও সংস্কার	১.চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ২. ফসলের ফলন ও উৎপাদন বৃদ্ধি	ভবদহ	২৬,০০,০০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	৪০০০ জন	১.উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে বিএডিসি / এলজিইডি'র তত্ত্বাবধানে খাল খনন ও সংস্কার। ২. খালের উপর অবৈধভাবে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অপসারণ
২	কৃষি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহার রোধ করা র জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১.বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানো ২.কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিস্টদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা।	১. ইউনিয়ন পর্যায় ২.উপজেলা পর্যায়	৩০,০০,০০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	২০০০ জন	১. কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। ২. শিক্ষার্থী পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভার আয়োজন।
৩	বীজ উৎপাদন উদ্যোক্তা তৈরি	১. ভাল বীজের নিশ্চয়তা প্রদান। ২. ভাল বীজ কৃষকের হাতের নাগালে রাখা। ৩. স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে বীজ সংগ্রহ করা। ৪. বীজ ব্যবসায়ীদের হয়রানি থেকে কৃষককে রক্ষা করা	১.ইউনিয়ন পর্যায় (প্রতি ইউনিয়নে কম পক্ষে ৩ জন)	৭৪৪৩০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	৫০০০ জন	১. আগ্রহী কৃষকদের আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ উৎপাদনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেতে হবে। ২. উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ করা। ৩.সার ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।
৪	রোগ বালাই সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থাপনায়	১.ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমানো। ২.ফসলের ফলন, উৎপাদন ও	১.ইউনিয়ন পর্যায় ২. উপজেলা পর্যায়	৪৩১৬৬৭.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল ১০০০০০.০০	৪৫০০ জন	১.রোগবালাই সনাক্তকরণ মিনি ল্যাবরেটরি স্থাপন। ২.রোগবালাই ব্যবস্থাপনার

	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন	গুনগতমান বৃদ্ধি করা।		২.বিভাগীয় বরাদ্দ		জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে স্প্রেয়ার ও ফ্রুট পাম্প সরবরাহ করা। ৩. রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৫	ীজমুক্ত সবজি উৎপাদন	১. বিষমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত সবজি ব্যবহার করা। ২. কৃষকের উৎপাদন খরচ অর্ধেকের কমে নামিয়ে আনা। ৩. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা	১.বাগাদি, ২. শাহমাহমুদপুর ৩. আশিকাটি ৪.কল্যানপুর ৫. মৈশাদি	১২,২৩,৯৩৬.০ ০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল ১,০০,০০০.০০ ২.বিভাগীয় বরাদ্দ	৩৫০০জন	১.কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। ২.শিক্ষার্থী পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভার আয়োজন। ৩.আগ্রহী কৃষকদের আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করেতে হবে।
৬	ছাদ বাগান স্থাপন	১.পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। ২.ক্লিন শহর গ্রীণ শহর বাস্তবায়ণ। ৩. অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা	পৌরসভার প্রত্যেক ওয়ার্ডে কম পক্ষে ০২(দুই) টি ছাদ বাগান স্থাপন। প্রত্যেক ইউনিয়নে কমপক্ষে ০৩(তিন) টি বাড়ীর ছাদ বাগান স্থাপন	৪,৬৫,০০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	৮০ জন	১.কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। ২. উন্নত জাতের চারা / কলম সরবরাহ। ৩. প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪. সার সরবরাহ।
৭	তাল ও খেজুরের বীজ রোপণ	১.প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করা। ২.দেশী ফল সংরক্ষণ করা।	ইউনিয়ন পর্যায়	২২,৫০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	৫০০০ জন	১.কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। ২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর / ত্রাণ ও দূর্যোগ অধিদপ্তর যৌথ উদ্যোগে।
৮	মাটি পরীক্ষার জন্য মিনি ল্যাব স্থাপন	১.মাটিতে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা নির্নয় করার জন্য। ২. সারের অপচয় রোধ কল্পে। ৩. মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য।	. উপজেলা পর্যায়	১১,১৬,২৫০.০ ০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	৬০০০ জন	১.কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন। ২.আগ্রহী কৃষকদের মাটি পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহের জন্য আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করেতে হবে।
৯	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কচুরীপানা পচিয়ে কম্পোস্ট স্থাপন	১.জলাশয়ে পানির প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য।	হ ঠিক রাখার জন্য। ২.কম্পোস্ট ব্যবহার করে	৫,০০,০০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল	২০০০ জন	১.কৃষক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন।

		২.কম্পোস্ট ব্যবহার করে মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন	মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়			২. রাস্তার দুপার্শ্বে আগ্রহী কৃষক গ্রুপ কে সম্পৃক্ত করে। ৩. কম্পোস্ট স্থাপনে কৃষকদের কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
১০	কর্মকর্তাদের জন্য যানবাহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।	১. বিভাগীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন। ২.অধীনস্থদের কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো নিশ্চিত করা।	ইউনিয়ন পর্যায় ব্লক পর্যায়	১.উপজেলা পরিষদ তহবিল ২.বিভাগীয় বরাদ্দ	----------	১. বিভাগীয় বরাদ্দে জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও সুপারিশের/ তদবিরের মাধ্যমে। ২. উপজেলা পরিষদের তহবিলের মাধ্যমে।
১১	আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা প্রদান।	আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা প্রদান।	১.ইউনিয়ন পর্যায় ২. উপজেলা পর্যায়	৭,৭১,০০০.০০ ১.উপজেলা পরিষদ তহবিল ১০০০০০.০০ ২.বিভাগীয় বরা	১০০০	১. আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত ধারণা এবং তা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ২. প্রদশর্নী স্থাপনা।
১২	উপকরণ (পানি, বীজ, সার ও কটিনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন	১. বিভিন্ন কৃষি উপকরণের অযাচিত ব্যবহার / অপচয় কমানো। ২. ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমানো। ৩.ফসলের ফলন, উৎপাদন ও গুনগতমান বৃদ্ধি করা।	ইউনিয়ন পর্যায় উপজেলা পর্যায়	৫,০৮,০০০.০০ উপজেলা পরিষদ তহবিল	২০০০ জন	১. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ২. প্রদশর্নী স্থাপন। ৩. মাঠ দিবস পালন।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস

অভয়নগর, যশোর ।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	ঋণ প্রদানের নুন্যতম ১ কোটি টাকা মীড ক্যাপিট্যাল প্রয়োজন।	পুরাতন ও নতুন ২০০০ সদর্সকে ঘুর্ণায়মান ভাবে ঋণ প্রদান।	সদস্যদের নিজস্ব তহবিল	১.০০ কোটি এঙই(জিওবি) , ইজউই	৪০০০ জন	দল/সমিতির মাধ্যমে
২	নূতন ৩০০০ সদস্যকে সমিতি/দলভুক্ত করন	দারিদ্র জন গোষ্টীকে সাবলন্মী করা ।	তিটি গ্রামে	১৮.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব পুজি।	৫০০০ জন	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে
৩	নূন্যতম ২টি মটর সাইকেল প্রয়োজন	ন । ঋণ আদায় পুজি গঠন কাজে সদস্যদের বাড়ীতে ব্যাপক ভ্রমন	উপজেলায় বিস্থৃত এলাকায় ভ্রমনের জন্য ।	৩.৪০ লক্ষ টাকা জিওবি/ ইজউই	৪ জন কর্মকর্তা কর্মচার	ইজউই অর্থ বরাদ্বের মাধ্যমে ।
৪	৪টি প্রকল্পের আওতায় ১০ জন মাঠ কর্মচারী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন ।	বর্ণিত কাজে জনবল সমস্যা দূরী করনের জন্য।	স্ব স্ব প্রকল্পের কাজের স্বার্থে প্রকল্পে নিয়োগ ।	স্ব স্ব প্রকল্পে নিজস্ব অর্থায়নে নির্ধারিত বেতন ভাতা ।	৪০০০ জন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিয়োগের মাধ্যমে।

উপজেলা সমবায় অফিস

ফুলতলা, খুলনা।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা :

ক্রঃ নং	কি কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কেন করতে হবে	অর্থের পরিমাণ ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কিভাবে করা হবে
১	কর্মসংস্থান সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সমবায়ীদের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	ক) অর্থের পরিমাণ : ৪,৬৫,০০০/-টাকা খ) অর্থের উৎস ঃ ১। উপজেলা পরিষদ ২। সমবায় অধিদপ্তর	২৪০০ জন	সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে
২	জনসচেতনতা বৃদ্ধি	সমবায় সমিতির সাথে সাধারণ জনগনের সম্পৃক্ততা সৃষ্টির পাশাপাশি সমবায় সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রত্যেক ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায়	ক) অর্থের পরিমাণ : ২,০০,০০০/-টাকা খ) অর্থের উৎস ঃ ১। উপজেলা পরিষদ ২। সমবায় অধিদপ্তর	৫০০০ জন	সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে
৩	বিকল্প ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	বিকল্প ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি	সমিতি ভিত্তিক	ক) অর্থের পরিমাণ : ৯০,০০০/-টাকা খ) অর্থের উৎস ঃ ১। সমবায় অধিদপ্তর	৬০০ জন	সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে
৪	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হলে সমিতির কাজে গতিশীলতার পাশাপাশি সমিতির আয় বৃদ্ধি পায়	সমিতি ভিত্তিক	ক) অর্থের পরিমাণ : ১,৫০,০০০/-টাকা খ) অর্থের উৎস ঃ ১।সমিতির নিজস্ব তহবিল ২। সমবায় অধিদপ্তর	৪৫০ জন	সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে
5	সমবায় সমিতির হিসাবপত্রে স্বচ্ছতার জন্য অন-লাইনে হিসাব সংরক্ষণ রোধ করা	সমিতির হিসাবপত্রে স্বচ্ছতার পাশাপাশি আর্থিক তছরুপ/অনিয়ম	সমিতি ভিত্তিক	ক) অর্থের পরিমাণ : ৫,০০,০০০/-টাকা খ) অর্থের উৎস ঃ ১। উপজেলা পরিষদ ২। সমবায় অধিদপ্তর	২০,০০০ জন	সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা :

ক্রঃ নং	সময়, পরিমাণ/সংখ্যা ও বাজেট								কার কি দায়িত্ব	মন্তব্য
	১ম বছর (২০২২-২০২৩)		২য় বছর (২০২৩-২০২৪)		৩য় বছর (২০২৪-২৫)		৫ম বছর (২০২৬-২৭)			
	পরিমাণ/ সংখ্যা	বাজেট (টাকা)	পরিমাণ/সংখ্যা	বাজেট (টাকা	পরিমাণ/সংখ্যা	বাজেট (টাকা	পরিমাণ/সংখ্যা	বাজেট (টাকা	বাস্তবায়ন	তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ
	কর্মসংস্থান সহায়ক প্রশিক্ষণ; প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	১৮০০০০	কর্মসংস্থান সহায়ক প্রশিক্ষণ; প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	১৮০০০০	১৮০০০০				সরকারী ভাবে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ
			জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	১০০০০০	জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	১০০০০০		১০০০০০	সরকারী ভাবে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ
			সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	৭৫০০০	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	৭৫০০০			সরকারী ভাবে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ

					সমবায় সমিতির হিসাবপত্রে স্বচ্ছতার জন্য অন-লাইনে ১৫ টি সমিতির হিসাব সংরক্ষণ	৩০০০০০			সরকারী ভাবে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ
					সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	৭৫০০০	সমিতির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রতি ইউনিয়নে-০১টি	৭৫০০০	সরকারী ভাবে উপজেলা পরিষদের তত্বাবধানে	সমবায় অফিস ও উপজেলা পরিষদ
					সমবায় সমিতির হিসাবপত্রে স্বচ্ছতার জন্য অন-লাইনে ১৫ টি সমিতির হিসাব সংরক্ষণ	৩০০০০০	সমবায় সমিতির হিসাবপত্রে স্বচ্ছতার জন্য অন-লাইনে ১৫ টি সমিতির হিসাব সংরক্ষণ	৩০০০০০		

০৬	সমবায় সমিতির শিক্ষত বেকার যুবক যুবতী সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক	কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য	কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (প্রতি ব্যাচে ৪০ জন)	উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাসে	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০
০৭	যশোর সদর উপজেলার ট্রাক ড্রাইভার, নছিমন, করিমন, ইুজ বাইক ড্রাইভারদের ট্রাফিক আইনের উপর প্রশিক্ষণ।	সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ	সচেতনতা হবে	উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাসে	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০

০৮	বেত বাঁশ দিয়ে পাখির বাসা তৈরির উপর প্রশিক্ষণ	কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য	কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে (প্রতি ব্যাচে ৪০ জন)	উপজেলা পরিষদের ক্যাম্পাসে	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়,
ফুলতলা, খুলনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষিদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।	১। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মৎস্য চাষিদের অবহিতকরণ। ২। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।	উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে	১। উপজেলা পরিষদ তহবিল ২। বিভাগীয় তহবিল	১,০০০	মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে।
২	মৎস্যজীবি জেলেদের মৎস্য আইন সম্পর্কে অবগত করা প্রয়োজন।	১। ইলিশ অভয়াশ্রমে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা। ২। বিভিন্ন ক্ষতিকরক জাল সম্পর্কে ধারনা প্রদান। ৩। উন্মুক্ত জলাশয়ের ঋৎপাদন বৃদ্ধি।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে	১। উপজেলা পরিষদ তহবিল ২। বিভাগীয় তহবিল	২১,৫৬৮	১। মৎস্যজীবি জেলেদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে। ২। সচেতনতা সভার মাধ্যমে। ৩। প্রচারণা। ৪। বিল বোর্ড, ব্যানার স্থাপন।
৩	মৎস্যজীবি জেলেদের নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন (দুই মাস বাইশ দিন) পুনর্বাসন করা প্রয়োজন।	১। ইলিশ অভয়াশ্রমে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা। ২। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি।	ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে	বিভাগীয় তহবিল	১,০০০	মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন জেলেদের বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে।

৪	নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধকালীন (অভয়াশ্রমকালীন) মৎস্য আইন বাস্তবায়ন।	১। ইলিশ অভয়াশ্রমে জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষা। ২। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি।	উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে	১। বিভাগীয় তহবিল ২। উপজেলা পরিষদ তহবিল	২১,৫৬৮	মোবাইল কোর্ট পরিচালন
৫	নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান নিবন্ধন করা প্রয়োজন।	নদীতে মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক নৌযান নিবন্ধন করা প্রয়োজন।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে	উপজেলা পরিষদ তহবিল	৩,০০০	উপজেলা পরিষদ হতে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে।
৬	মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তি।	মাছের মজুদ বাড়ানো।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে	১। বিভাগীয় তহবিল ২। উপজেলা পরিষদ তহবিল	২০,০০০	মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তির মাধ্যমে।
৭	মৎস্য কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রচারণা বৃদ্ধি।	১। সাধারণ জনগনকে মাছচাষে উৎসাহ প্রদান। ২। বেকারত্ব দূরীকরণ।	উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে	১। বিভাগীয় তহবিল ২। উপজেলা পরিষদ তহবিল ৩। অন্যান্য অনুদান	২০,০০০	মৎস্য সপ্তাহ অনুষ্ঠান উৎযাপন, মাঠ দিবস, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, সফল মৎস্য চাষিকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে।
৮	মৎস্য হ্যাচারী আইন ২০১০ এবং মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়ন করা।	১। গুনগত মান সম্পন্ন পোনা মাছ উৎপাদন। ২। গুনগত মান সম্পন্ন মাছের খাদ্য উৎপাদন। ৩। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও মাঠ পর্যায়ে	বিভাগীয় তহবিল	৫০,০০০	১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে। ২। সচেতনতা সভার মাধ্যমে। ৩। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে।
৯	আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সংগে সংযোগ স্থাপন (আইটি সেবা)	১। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য মৎস্য চাষি ও জনগণের নিকট পৌছানো। ২। দ্রত তথ্যের আদান প্রদান ও সংরক্ষণ।	উপজেলা পর্যায়ে	১। বিভাগীয় তহবিল ২। উপজেলা পরিষদ তহবিল	২০,০০০	১। প্রযুক্তি দ্রুত সরবরাহের মাধ্যমে। ২। তথ্য কেন্দ্র স্থাপন।

উপজেলা বন বিভাগ অফিস

ফুলতলা, খুলনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	সুফলের ধরণ	অর্থের উৎস	কাজের পরমান	কাজের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	উপকার ভোগীর সংখ্যা (জন)
১	চারা উত্তোলন	জনসাধারনের মধ্যে চারা বিতরন	বাংলাদেশ সরকার	৫,০০০টি	২৫,০০০/=	২০০ জন
২	২য় আবর্তের বাগান সৃজন	২য় আবর্তের বাগান সৃজন	বাংলাদেশ সরকার	৭.০কিঃ মিঃ	১৪০,০০০/=	৭০ জন
৩	সংযোগ সড়ক বাগান সৃজন	জলবায়ু ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় ভুমিকা	বাংলাদেশ সরকার	৫.০ কিঃ মিঃ	১ লক্ষ টাকা	৫০ জন
৪	চারা উত্তোলন	বনা মুল্যে জনসাধারনের মধ্যে চারা ফযশাই	বাংলাদেশ সরকার	২০,০০০টি	২ লক্ষ টাকা	----------
৫	অফিস গৃহ মেরামত ও গেইট নির্মান	আর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	১। ২০দ্ধ ১২ সাইজের নার্সারী সেড	২ লক্ষ টাকা	----------
৬	নার্সারীর পূর্ব দিকে নিরাপত্তার জন্য বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান	আর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	১। ২০দ্ধ ১২ সাইজের নার্সারী সেড	২ লক্ষ টাকা	----------
৭	চারা উত্তোলনের জন্য মাঠ ভরাট	আর্থ সামাজিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার	৬০ লম্বা বাউন্ডারী	২ লক্ষ টাকা	----------

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস

ফুলতলা, খুলনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	দুর্যোগে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মানুষের জীবন জীবিকা এবং জানমাল রক্ষার জন্য	ওয়ার্ড পর্যায়, ইউনিয়ন পর্যায় ও উপজেলা পর্যায়	সরকারী তহবিল/উপজেলা পরিষদ জি,আর -১০০০ মেঃটন কম্বল - ১০,০০০টি ঢেউ টিন - ৫০০ব্যান্ডেল নগদ টাকা - ২৫,০০,০০০/	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী ৫০,০০০ জন	উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে
২	্রামীন রাস্তা নির্মান	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	উনিয়নের বিভিন্ন ওয়াডে	সরকারী তহবিল টি,আর- ২,০০০ মেঃ টন কাবিখা -২,০০০ মেঃ টন ইজিপিপি- ৩,০০০ টি কাড	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী ৫০,০০০ জন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে
৩	সেতু কালভাট	জনগনের চলাচলের ও উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য	্রামীন রাস্তা	সরকারী তহবিল ১,০০,০০,০০০/ -	সংশ্লিষ্ট গ্রাম বাসী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে

প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭
ফুলতলা, খুলনা।

ক্র. নং	প্রকল্প/স্কীমের নাম	বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নের লক্ষ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর	অর্থের উৎস	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০০২৪-২৫	২০৫-২৬	২০২৬-২৭
০১	এনএটিপি-২	আথ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ	উফাদ,বিশ্বব্যাংক, ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর	১৫,১০,৯৯০/-	১৫,১০,৯৯০/-	১৫,১০,৯৯০/-	১৫,১০,৯৯০/-	১৫,১০,৯৯০/-
০২	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টিকরণ	আথ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিও মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ	উফাদ,বিশ্বব্যাংক, ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর	২,৬৫,৫০০/-	২,৬৫,৫০০/-	২,৬৫,৫০০/-	২,৬৫,৫০০/-	২,৬৫,৫০০/-
০৩	পিপিআর রোগ নির্মূল	রোগ দমন	নিরাপদ মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি	উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ	উফাদ,বিশ্বব্যাংক, ও প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর	৬৫,৬৮৯/-	৬৫,৬৮৯/-	৬৫,৬৮৯/-	৬৫,৬৮৯/-	৬৫,৬৮৯/-

সরকারীভাবে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ (সংখ্য)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	২০২২-২৩ লক্ষমাত্র	২০২৩-২৪ লক্ষমাত্র	২০২৫-২৬ লক্ষমাত্র	২০২৬-২০২৭ লক্ষমাত্র	২০২৭-২৮ লক্ষমাত্র
১	তরল সিমেন দ্বারা	৫০০০	৫২০০	৫৫০০	৬০০০	৬৯০০
২	হিমায়িত সিমেন দ্বারা	৬০০০	৬৫০০	৭০০০	৭৫০০	৮২৬৫
৩	সংকর জাতের বাছুরের তথ্য সংগ্রহ (সংখ্যা)	৩৫০০	৩৭০০	৩৯০০	৪০০০	৪৫০০
৪	সরকারীভাবে টিকা প্রদান (সংখ্যা)					
৫	ক. গবাদিপশু	৪৯২২২	৫২২৬১	৫৪৬৯৩	৫৬২৯৮	৫৭৮৯৬
	খ. হাঁস মুরগী	৫৪৮২৬৯	৫৯৮৬৫৪	৬৪৫১২৩	৬৬৬৫২৩৬	৬৯৮৯৫৮

৬	গবাদিপশু চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	২৯৬৫৫	৩০৫৬৯	৩২৬৫৮	৩৫২৬৯	৩৭১৫৮
৭	হাঁস মুরগীর চিকিৎসা প্রদান (সংখ্যা)	৭৫৬৯৫	৮৫২৩৬	৯০৬৯৮	৯৫৬৮৯	৯৯২৫৮
৮	পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান (সংখ্য)	৩০	৩৫	৪৯	৬৫	৮৯
৯	গবাদিপশু-পাখির রোগ অনুসন্ধান নমুনা সংগ্রহ ও গবেষনায় প্রেরণ (সংখ্যা)	৭৫৩৬৫	৮৯৬৫৫	৯৫২১০	১০২৫৬৬	১১০২৯৮
১০	গবাদিপশু পাখির ডিজিজ সার্ভিলেন্স (সংখ্য)	২৫	২০০	২২	২৮	৩৫
১১	ফ্রি বেটেনারী মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন (সংখ্যা)	১২	১৫	১৮	২	২২
১২	ক.প্রা ।মিরী প্রশিক্ষণ প্রদান (ষংখ্যা)	৪৯৫	৫২০	৫৬৫	৬৬৬	৬৯০
	খ. মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদেও প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৩৫	৪২	৪৫	৪৯	৫০
১৩	ক. উঠান বৈঠকের আয়োজন (সংখ্যা)	৫৫	৬৫	৭০	৭৫	৮২
	খ. উঠনি বৈঠক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৫৯০	৬২০	৬৫৫	৬৯৬	৭০২
১৪	স্থায়ী ঘাস চাষ সম্প্রসারণ (একর)	১৫.৬৫	১৮.২০	২৫.২৩	২৮.৩৫	৩৫.২০
১৫	খামার/ফিমিল/হ্যাচারী পরিদর্শন সংখ্যা	১১৫২	১৬৫	১৭	১৭৮	১৮৯
১৮	ক. গবাদিটশুর খামর রেজিষ্টশন ও নবায়ন (সংখ্য)	৭	৯	১২	১৫	১৮
	খ.হাঁস মুরগীর খামর রেজিষ্টশন ও নবায়ন (সংখ্য)	০৫	৭	০৯	১১	১৩
১৯	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা (সংখ্য)	১	২	৩	৪	৫

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২০২৭
ফুলতলা, খুলনা।

ক্র. নং	প্রকল্প/স্কীমের নাম	বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নের লক্ষ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর	অর্থের উৎস	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০০২৪-২৫	২০৫-২৬	২০২৬-২৭
০১	ছোট/ক্ষুদ্র মেরামত	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	বিদ্যালয়ের কার্যবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা	এস এম সি/প্রশি	জি ও বি	৬০ লক্ষ	৬৫ লক্ষ	৭০ লক্ষ	৮০ লক্ষ	৯০ লক্ষ
০২	বড় ধরনের মেরামত	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	বিদ্যালয়ের কার্যবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা	এল জি ই ডি	জি ও বি	৭০ লক্ষ	৮৫ লক্ষ	৯০ লক্ষ	১,০০,০০০ লক্ষ	১,১০,০০০ লক্ষ
০৩	নতুন ভাবন নির্মান/ পুণ নির্মান	ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	বিদ্যালয়ের কার্যবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা	এল জি ই ডি	জি ও বি	২৫ কোট ৭০ লক্ষ	২৬ কোট ৩০ লক্ষ	২৭ কোট ১৫ লক্ষ	২৭ কোট ৭০ লক্ষ	২৮ কোট ৫০ লক্ষ
০৪	পাঠ্য পুস্তক বিতরণ (পরিবহণ)	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা	বিদ্যালয়ের কার্যবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা	ইউইও	জি ও বি	৯০ লক্ষ	৯০ লক্ষ	৯০ লক্ষ	৯০ লক্ষ	৯০ লক্ষ
০৫	উপবৃত্তি বিতরণ	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তব্য়ন ও সামাজিত নিরাপত্তা	বিদ্যালয়ের কার্যবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনা	ইউ এন ও ও ইউইও	জি ও বি	৯৮.৮৩	৯৮.৮৩	৯৮.৮৩	৯৮.৮৩	৯৮.৮৩

০৬	ক্রীড়া উপকরণ সরবরাহ	শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধুলা	শির্ক্ষাথীদে ও শরীওে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করা	ইউ এন ও / উপজেলা পরিষদ	উপজেলা এডিপি	৩,০০০	৩,০০০	৩,৫০০০	৩,৫০০০	৩,৫০০

উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস

ফুলতলা, খুলনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	আর্সেনিকমুক্ত ৩৮ মিমি ব্যাসের গভীর নলকূপ স্থাপন	সুপেয় পানি সরবরাহের জন্য	গ্রামীণ এলাকা	সরকারী তহবিল/প্রকল্প	তি ৫০জনের জন্য ১টি হিসাবে	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
২	ামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প	ামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প	গ্রামীণ এলাকা	জিওবি/এনজিও/ ব্যক্তি পর্যায়	প্রতি পরিবারের জন্য	সরকারি ভাবে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে
৩	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় গভীর নলকূপ স্থাপন	শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের সুপেয় পানির সরবরাহের জন্য	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প	প্রতি প্রতিষ্ঠানে ১টি হিসাবে	প্রকল্পের মাধ্যমে
৪	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ধিংয ইষড়পশ নির্মাণ	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ধিংয ইষড়পশ নির্মাণ	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা সমূহে	প্রকল্প	প্রতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অনুযায়	প্রকল্পের মাধ্যমে

৫	প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হাইজিন বিষয়ক শিক্ষা প্রদান	সু-স্বাস্থ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য	প্রতিষ্ঠান সমুহে	প্রকল্প	প্রতি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী অনুযায়	প্রকল্পের মাধ্যমে

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ-২০২২-২৭

“এক নজরে ফুলতলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের তথ্য”

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমান উৎস্য	সম্ভাব্য উপকার ভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	মানোন্নয়ন,বাল্য বিবাহ রোধ ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	২,৮০,০০০/-	৮৫,০০০/-	প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ,প্রজেক্টর ও আসবাবপত্র সরবরাহ
২	প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে/স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	১৯,০০,০০০/-	৭৫,০০০/-	ইন্টারনেট সংযোগ
৩	প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	৯,০০,০০০	৭৫,০০০/-	প্রতিষ্ঠানের পুরাতন ভবন মেরামত এবং নতুন একাডেমিক স্থাপন
৪	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ভবন নির্মান	সুষ্ঠ ও দাপ্তরিক পরিবেশ দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা।	উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে	২,০০,০০,০০০/-	৩,৪৫,০০০	ঋপজেলা মাধ্যমিক অফিসের নিজস্ব ভবন স্থাপন

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ঃ-২০২২-২৭

ক্র. নং	প্রকল্প/স্কীমের নাম	বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নের লক্ষ্য	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর	অর্থের উৎস	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০০২৪-২৫	২০৫-২৬	২০২৬-২৭
০১	কৃতিভিত্তিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা সৃজনশীল প্রন্ন প্রণয়ন ও ধারাবহিক	সকল শিক্ষককে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দক্ষ কওে তোলা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের	যশোর সদর উপজেলার সকল শিক্ষক	উপজেরা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	রাজস্ব খাত ও উন্নয়ন খাত	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৬,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৬,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৬,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৬,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৬,০০,০০০/-

	মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষার্থী গড়ে তোলা								
০২	প্রশিক্ষণ	আইসিটিতে অদক্ষ	নতুন প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতার অভাব	উপজেলা ব্যাপি সকল শিক্ষক	জিওবি ও ইউজিডিপি	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৩,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৩,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৩,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৩,০০,০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় ৩,০০,০০০/-
০৩	প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন	কম্পিউটার ল্যাবের অভাব	নতুন প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণী পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষতার বৃদ্ধি পাবে	উপজেলা ব্যাপি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	জিওবি ও ইউজিডিপি	৫৬,০০,০০০	৫৬,০০,০০০	৫৬,০০,০০০	৫৬,০০,০০০	৫৬,০০,০০০
০৪	বিনামূল্যে/স্বল্প মূল্যে ইন্টারনেট	ছাত্র/ছাত্রীরা ইন্টারনেট এ দক্ষ হয়ে উঠবে	ছাত্র/ছাত্রীরা ইন্টারনেট এ দক্ষ হয়ে উঠবে	উপজেলা ব্যাপি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০	৩,২০,০০০
০৫	প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন	সুষ্ঠ ও দাপ্তরিক পরিবেশ দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা।	সুষ্ঠ ও দাপ্তরিক পরিবেশ দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা।	বিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে প্রতি ব্যাচে ৪০ জন	১,৬০,০০,০০০	১,৬০,০০,০০০০	১,৬০,০০,০০০	১,৬০,০০,০০০	১,৬০,০০,০০০	১,৬০,০০,০০০

উপজেলা সমাজসেবা অফিস,
ফুলতলা, খুলনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট (২০২২-২৭)

ক্রঃ নং	কী কাজ দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমাণ / উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করতে হবে
১	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কর্মসূচী	মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্বাসন	ফুলতলা উপজেলাধীন সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে	২২৯৬৩২০০০/ - মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণাল	১১৭৬ জন	রকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
২	বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী	দু:স্থ বয়স্কদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	২২৫৭৪৮৮০০/ - সমাজসেবা অধিদফতর	৮৮৪৭ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৩	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	৭৭৩৮৭৪০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	৩০৩৪ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৪	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচী	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান	ফুলতলা পৌরসভাসহ	৩৯০৪৮০০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	১২৮০ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

			সমগ্র উপজেলায়			কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৫	্তিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায় স্কুল ও কলেজসমূহে	২০৯১৬০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	১১৫ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৬	দলিত, হরিজন, বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	পিছিয়ে পড়া দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্টীর শিক্ষার হার বাড়ানো	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	৪৪৪৬০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	৪০ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে
৭	আর্থ সামাজিক কার্যক্রম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ) আর,এস,এস ও আর,এম,সি	সমাজের দরিদ্র জনগোষ্টীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	২৬৮৭৫০০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	৮১৫ জ	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৮	এসিডগদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	১৭৫০০০০/- সমাজসেবা অধিদফতর	১৩৪ জন	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
৯	বেসরকারী এতিমখানার মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন পালন	এতিম শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	সমাজসেবা অধিদফতর	্যান্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে	সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।
১০	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের দ্বারা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে উপকৃত কর	সাধারণ জনগণকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	৩৮০০০০/- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও সমাজসেবা অধিদফতর	৭টি সংস্থা	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে অনুদান প্রাপ্তির মাধ্যমে উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।
১১	ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কারিগরী প্রশিক্ষক, গ্রাম কমিটির সভাপতি, কর্মদলের সদস্য ও মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাদের প্রশিক্ষণ	ইউনিয়ন সমাজকর্মী, কারিগরী প্রশিক্ষক, গ্রাম কমিটির সভাপতি, কর্মদলের সদস্য ও মাতৃকেন্দ্রের সম্পাদিকাদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন	ফুলতলা পৌরসভাসহ সমগ্র উপজেলায়	২৩০০০০০/- উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল	২৫০ জন	উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-২০২২-২৭
ফুলতলা, খুলনা।

ক্রঃ নং	কি কাজ করা দরকা	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমান ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কিভাবে করা হবে
১	যশোর সদর উপজেলা পরিষদের উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা	অত্র উপজেলার জনগণের সেবা সহজীকরণ হবে ?	যশোর সদর উপজেলা পরিষদ	সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ	সমগ্র উপজেলা বাসী	প্রশাসনিকভাবে উপজেলা পরিষদের প্রস্তাবের মাধ্যমে
২	প্রশিক্ষিত মহিলাদের জন্য সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	০২/ মহিলাদের দ্রুত আত্মনির্ভরশীল হতে সহজ হবে।	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন	২৮,০০০০০/- উপজেলা পরিষদ/জাইকা	৪৩০ জন	উপজেলা পরিষদ/এডিসি/জাইকা
	প্রশিক্ষিত মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদানের ব্যবস্থা করা	শিক্ষিত মহিলাদের দ্রুত উদ্যোক্তা হবে।	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়	৩০,০০০০০/- মন্ত্রণালয়/পরিষদ জাইকা	৪৩০ জন	বভাগীয়/স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে
৩	নারী উদ্যোক্তাদের তৈরী মালামাল বিপননের ব্যবস্থা গ্রহণ করা/ষ্ট নির্মাণ করা।	আর্থিক ভাবে দ্রুত স্বাব	উদ্যোক্তাদের তৈরীকৃত মালামাল উৎপাদনস্থল/ বিভিন্ন জাতীয় দিবসের ষ্টলে	১৪,০০০/- মন্ত্রণালয়/পরিষদ	উদ্যোক্তার সংখ্যানুযায়ী	মন্ত্রণালয় পরিষদ/সংস্থা

বিস্তারিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	১ম বছর(২০২২-২৩)		২য় বছর(২০২৩-২৪)		৩য় বছর(২০২৪-২৫)		৪র্থ বছর(২০২৫-২৬)		৫ম বছর(২০২৬-২৭)		বাস্তবায়ন	কারকি দায়িত্ব তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষন
		সংখ্যা	বাজেট										
১	কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা কর	প্রশিক্ ৩ ব্যাচ	৩০০০০০	প্রশি: ৩ ব্যাচ	৩০০০০০	প্রশি: ৩ ব্যাচ	৩০০০০০	প্রশি: ৩ ব্যাচ	৩০০০০০	প্রশি: ৩ ব্যাচ	৩০০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
২	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধকরা সচেতনমূলক সভা করা ২ ব্যাচ	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
৩	নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার প্রতিরোধ করা	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
৪	যৌতুকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি Kiv	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	২ ব্যাচ	১০০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
৫	কারিগরি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
৬	স্বেচ্ছাসেবী	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০০	৩ ব্যাচ	১৫০০০০	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।
৭	ইউনিয়ন পর্যায়ে জনবল বাড়ানো		বরাদ্ধ লাগবে		বরাদ্ধ লাগবে		বরাদ্ধ লাগবে		বরাদ্ধ লাগবে		বরাদ্ধ লাগবে	উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি।

ক্র. নং	প্রকল্প/স্কীমের নাম	বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়নের লক্ষ	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/দপ্তর	অর্থের উৎস	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০০২৪-২৫	২০৫-২৬	২০২৬-২৭

০১	ভিজিডি প্রশিক্ষণ	মহিলাদের আত্ন নির্ভরশীল করেও গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	রাজস্ব খাত	প্রশিক্ষণ ব্যায় ১০৪,৪০,০০০০/-	প্রশিক্ষণ ব্যায় - ১০৪,৪০,০০০/	প্রশিক্ষণ ব্যায় - ১০৪,৪০,০০০/	প্রশিক্ষণ ব্যায় - ১০৪,৪০,০০০/	প্রশিক্ষণ ব্যায় - ১০৪,৪০,০০০০/
০২	লোন	মহিলাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	রাজস্ব খাত	২০,৯১,৯৬৫/-	২১,৯১,৭৬৫/-	২৩,৯৩,৯৬৫/-	২৫,৯০,৯৬৫/-	২৭,৯৫,৮৬৯/-
০৩	মাতৃত্ব কালীন ভাতাভোগীদের প্রশিক্ষণ	মহিলাদের আত্ন নির্ভরশীল করেও গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	রাজস্ব খাত	ভাতা প্রদান- ১,৯৫,৫৬৯/- প্রশিক্ষণ ব্যায় - ৫,,৩০,২৬৫/	ভাতা প্রদান- ১,৯৫,৫৬৯/- প্রশিক্ষণ ব্যায় - ৩,,৩০,২৬৫/	ভাতা প্রদান- ১,৯৫,৫৬৯/- প্রশিক্ষণ ব্যায় - ৩,,৩০,২৬৫/	ভাতা প্রদান- ১,৯৫,৫৬৯/- প্রশিক্ষণ ব্যায় - ৩,,৩০,২৬৫/	ভাতা প্রদান- ১,৯৫,৫৬৯/- প্রশিক্ষণ ব্যায় - ৩,,৩০,২৬৫/
০৪	মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মহিলাদের আত্ন নির্ভরশীল করেও গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	রাজস্ব খাত	৩,৬৪,০০০/-	৩,৬৪,০০০/-	৩,৬৪,০০০/-	৩,৬৪,০০০/-	৩,৬৪,০০০/-
০৫	আই জি এ প্রকল্প	মহিলাদের আত্ন নির্ভরশীল করেও গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	প্রকল্প খাত	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-	১৫,০০,০০০/-
০৬	কিশোর কিশোরী ক্লাব	কিশোর কিশোরীদেও সুনগরীক হিসাবে গড়ে তোলা	----	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	প্রকল্প খাত	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-	৮,০০,০০০/-

উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস

ফুলতলা, খুলনা।

পঞ্চবার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা-২০২২-২৭

ক্র: নং	কী কাজ করা দরকার	কেন করতে হবে	কোথায় করা প্রয়োজন	অর্থের পরিমান ও উৎস	সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা	কীভাবে করা হবে।
১	উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম অফিস ভবন র্নিমান করা এবং উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা।	১.শিক্ষিত বেকার যুব/যুব মহিলাদের অধিক হারে দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যাবে। ২,দাপ্তরিক কাজের মান করন	উপজেলা কমপ্লেক্স । অথবা সুবিধাজনক স্থানে।	১.কারী তহবিল ২.ভাগীয় তহবিল ৩.জেলার সহযোগীতা ২০,০০০০০(আনুমানিক) ৪. ইউজিডিপি প্রকল্পের সহোগিতা	৭৫০জন	সরকার কর্তৃক এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে। উপজেলা পরিষদ থেকে সুনিদ্দিষ্ট প্রস্তাবনা প্রেরণ ও যোগাযোগ ব্যহত রাখা।
২	অফিসে আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ	১.কর্মকর্তা/কর্মচারীগন বসার সুযোগ পাবেন। ২.কাজের মান বৃদ্ধি পাবে। ২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যাবে।	উপজেলা কার্যালয়ে	১. সরকারি তহবিল ২. উপজেলা পরিষদের সহযোগীতায় অর্থের পরিমান ২০০০০০/-	৩৫০জন	১.সরকারি বরাদ্দ ২.উপজেলা পরিষদের বরাদ্দ।
৩	তালিকা ভুক্ত/রেজিষ্টারকৃত যুব সংগঠন সমুহের	১.যুব সংগঠন সমুহ জাতি গঠনে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে	যুব সংগঠনের কার্যালয়ে	১. সরকারী তহবিল ২. উপজেলা পরিষদের	২০০জন	১.সরকারি বরাদ্দ ২.উপজেলা পরিষদের বরাদ্দ।

	আর্থিক অনুদান এবং ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	দৃষ্টান্ত ভুমিকা পালন করবে। ২. খেলাধুলার মাধ্যমে যুবদের শারিরিক ও মানসিক বিকাশ।		সহযোগীতায় অর্থের পরিমান৮০,০০০/		

পঞ্চম অধ্যায়: আগামী ৫ বছরে উন্নয়ন ও প্রেক্ষিত

৪.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

উপজেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগণের চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফুলতলা উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী, কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতা মূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

৪.২ উপজেলার অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতসমুহঃ

ফুলতলা উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ সমন্বিত ভাবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করেছে। সে দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আগামী ০৫ বছরের জন্য নিম্ন লিখিত খাতসমুহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১। শিক্ষা ঃ

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, শিশুদের ঝড়ে পড়ার হার রোধ, নিয়মিত বিদ্যালয়ে হাজিরা, কর্মঠ, উদ্যোমী, সৎ, নিষ্ঠাবান শিক্ষক তৈরীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

২। স্বাস্থ্য ঃ

গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় **স্বাস্থ্য সেবাকে পৌছে দেবার উদ্দ্যেশ্যে এরং** মাতৃ মুত্যু ও শিশুর্ মুত্যু হার কমানোর **লক্ষে** স্বাস্থ্যখাতকে ফুলতলা উপজেলায় অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ ঃ

কৃষিতে বিপ্লব ঘটাতে ফুলতলা মরিচ, গম, পাট , শবজী এর চাষ বৃদ্ধি করণ। আদর্শ বাড়ী তৈরীতে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্য মাছ, ডিম, দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য।

৪। দারিদ্র বিমোচন ও সমবায় ঃ

যুব সমাজকে সম্পদে রূপান্তর করে কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে জাতীয় মূল স্রোতধারায় একত্রিত করে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। প্রশিক্ষিত যুব সমাজকে নিয়ে সমিতি গঠন করে সমাজের সচেনতা বৃদ্ধি করা।

৫। নারী ও শিশু উন্নয়ন ঃ

মাতৃত্বকালীন ভাতা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার রোধ, প্রশিক্ষণের মাধমে আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ শিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত বেকার মহিলাদের পাশাপাশি দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মের সুযোর্গ সৃষ্টি হবে। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, কৃষিতে

বিপ্লব ঘটাতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ, যুব সমাজকে যুব সম্পদে রূপান্তর করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে দারিদ্র বিমোচন, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি কর্মসূচী ও মহিলা সমিতি গঠনে ও নারী সমাজকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

৪.৩ রূপকল্প ২০৪১ এবং স্বপ্নোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা (LDC) এর আলোকে খাত ভিত্তিক আগামী পাঁচ বছরে ফুলতলা উপজেলাকে যেভাবে দেখতে চাই ঃ

রূপকল্প ২০৪১ এবং স্বপ্নোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ৫ বৎসরে ফুলতলা উপজেলা পরিষদ, সরকারী সকল দপ্তর সমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ,এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফুলতলা উপজেলা নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের খাত	আগামী ৫ বছরে যে ভাবে দেখতে চাই
যুব উন্নয়ন বিভাগ	উপজেলার দারিদ্র বিমোচনে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা (বেকার যুব সংখ্যা- ২৬৫৭২ জন, মোট ভোটারের ২০% ৪৩৪৬ জনকে প্রশিক্ষিত করে তোলা, আত্মকর্মীর সংখ্যা ১৪% থেকে ২৩% এ বৃদ্ধি পাবে;
বিআরডিবি	বিআরডিবি- গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপজেলার একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প এবং বিআরডিবি'র ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাবলম্বীর হার ২.৭% হতে ১৪.৩৭% উন্নীত করা;
মৎস বিভাগ	মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বর্তমানে ২৮ হাজার মে:টন থেকে ৪০ হাজার মে:টনে উন্নীত করা;
কৃষি বিভাগ	উপজেলা কৃষি বিভাগের মাধ্যমে- ১। আধুনিক পদ্ধতিতে মসলা চাষ জোরদার করণ (৫৬ হেঃ জমির ২০% ফলন বৃদ্ধি) ২। পরিবেশ রক্ষায় গম ও ভুট্টার চাষ সম্প্রসার (৪২৭ হেঃ জমির ৮০% ভূগর্ভস্থ পানি সাশ্রয়) ৩। বন্যা সহিষ্ণু আমন ধান চাষ সম্প্রসারণ। যেমন- ব্রিধান ৫১, ব্রিধান ৫২, বিনা ধান ১১ ও বিনা ধান ১২ (৫০ হেঃ জমির ফলন দ্বিগুণ বৃদ্ধি) ৪। সরিষা চাষ করে দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে রূপান্তর। ৪০০ হেঃ জমি এবং ৪০% জমি বৃদ্ধি) ৫। সুষম সার ব্যবহার, সঠিক বয়সের চারা রোপণ জৈব সার ব্যবহার, এডব্লিউডি, এলসিসি ব্যবহার এবং পার্চিং জোরদার করণ (১৪০০০ হেঃ জমি এবং ২০% ফলন বৃদ্ধি)
মহিলা ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ	আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা (বর্তমানে উপকার ভোগীর সংখ্যা- ৩০০০ জন, উন্নীত হবে ১৩০০০ জনে,যা মোট মহিলার ১০%);
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	মাতৃ মুত্যুর হার এবং শিশু মুত্যুর হার কমানো (বর্তমান মাতৃ মৃত্যুর হার- ১.১৫ থেকে ১ এ (জাতীয়- ১.৭০) , শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ০১ থেকে ২৮ দিন বয়সী-২.০৫ থেকে নামিয়ে আনা হবে-১.৫ এবং ১-৫ বঝরের শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩.৬৯, এবং নামিয়ে আনা হবে ৩ । পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার- ৮০ থেকে বেড়ে ৮৫ তে উন্নীত করা হবে (জাতীয়- ৬২) এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৬৭% থেকে ০.৬০ এ নামিয়ে আনা হবে (জাতীয়- ১.৩৯);,টিএফ আর ১.৫০ থেকে নামিয়ে আনা হবে ১.৪০ এ।
প্রাথমিক শিক্ষা	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০% ভর্তি ও উপস্থিতি নিশ্চিত করা ,শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়ার হার ২.১৯% থেকে ০% আনা এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;

মাধ্যমিক শিক্ষা	জিপিএ +৫ এর সংখ্যা বাড়ানো ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার ১০% থেকে ৫% এর নিচে নামিয়ে আনা এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা;
স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি	স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানির ব্যবহার ৯৮% উন্নীত করা (বর্তমান স্যানিটেশন ব্যবহার- ৬৫.৩৩%, নিরাপদ পানি ব্যবহার-৭৫% ।
উপজেলা প্রাণী সম্পদ	প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাংস, দুধ, ডিম এবং চামড়া (২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উৎপাদন মাংস-৯০৭১ মেঃ টন, দুধ-১৩৭১৫ মেঃ টন, ডিম- ২.১৪ কোটি ও চামড়া- ৫৩৬৬৭ টি) উৎপাদন (১০%) বৃদ্ধি করা;
যোগাযোগ ও অবকাঠামো	স্থানীয় সম্পদ, উন্নয়ন তহবিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্ধের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;অবকাঠামো উন্নয়ন।
সমাজ সেবা	সমাজের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে (উপজেলায় প্রতিবন্ধীর সংখ্যা- ৩০০০ জন) উন্নয়নে মূল স্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিশেষ সহায়তা প্রদান (সাদা ছড়ি, হুইল চেয়ার, চশমা এবং শ্রবণ যন্ত্র প্রদান);
সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত	স্থায়ী কমিটি সমূহের নিয়মিত সভা, উন্মুক্ত বাজেট এবং স্থানীয় পর্যায়ে জনতার মুখোমুখি জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা; ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মান উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে ই-সার্ভিসেস সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সেবা সমূহ নিশ্চিত করা; স্থানীয় চাহিদার আলোকে ওয়ার্ড সভা, ইউনিয়ন পরিষদের সম্বনয় সভা, ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সুপারিশ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: মনিটরিং ও মুল্যায়ন পদ্ধতী

৫.১ প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি

যেকোন কাজের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং এবং মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপজেলার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্প এবং স্থানীয় চাহিদার আলোকে এবং আর্থিক বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এর পূর্বে স্থায়ী কমিটির সুপারিশের আলোকে উপজেলা প্রকল্প বাছাই কমিটির মতামত গ্রহণ করা হবে এবং সবশেষে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় তা অনুমোদন করে নেয়া হবে। প্রকল্প সমূহ টেন্ডার কিংবা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পাদিত করা হবে। প্রকল্পের কাজ চলাকালে প্রতিটি প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য একটি মনিটরিং টীম গঠন করা হবে। উক্ত মনিটরিং টীম সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সমন্ধে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে। সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি সভায় আলোচনা পূর্বক তা উপজেলা পরিষদে প্রেরণ করবে। প্রতিটি বিল পরিশোধের পূর্বে কাজের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে যথাযথভাবে নিশ্চিত হয়ে বিল পরিশোধ করবে। এছাড়া প্রতিটি প্রকল্পস্থলে একটি পরিদর্শন বহি থাকবে সেখানে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরিদর্শন পূর্বক মূল্যায়ন করে মন্তব্য লিখবেন। উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা ছাড়াও জরুরী সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫.২ সুশাসন

সুশাসন বর্তমানে পরিচিত একটি শব্দ। নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ প্রশাসনই হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এক কথায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করা। সুশাসনের ফলে জনগণ মালিকানা বোধ করে ও নাগরিক দায়িত্ববোধে সোচ্চার হয়।

জনতার মুখোমুখি প্রশাসন ঃ

সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফুলতলা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদের হস্তান্তরিত সকল বিভাগের কর্মকর্তাসহ ভাইস চেয়ারম্যন, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কে নিয়ে জেলা সভাকক্ষে জনতার সম্মুখে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম সমন্ধে ধারণা প্রদান করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেবা পেতে কোন অসুবিধা হয় কিনা সে বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং সে প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পদ্ধতিগতভাবে মাসিক সভা ঃ

শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নিয়মিত মাসিক সভা আয়োজন করা। সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সভায় জনপ্রতিনিধিদের ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী কর্মকর্তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা। সভার কার্য বিবরণী তৈরী করা এবং সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করা। সে লক্ষ্যে ফুলতলা উপজেলা পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্মুক্ত বাজেট সভা ঃ

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক বাজেট জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে জনগণ তাদের আশা-আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে পারে। তাই এটিকে অত্যন্ত যৌক্তিক ভিত্তিতে পরিষদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাভূক্ত করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির সভা ঃ

কার্যকর উপজেলা পরিষদ গঠনে স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফুলতলা উপজেলা পরিষদে দুইমাস অন্তর অন্তর স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটি উপজেলা পরিষদকে বিভিন্ন ইস্যুতে সুপারিশ ও পরামর্শ দান করার মাধ্যমে সক্রিয় রাখে। সুতারাং উপজেলা পরিষদের দিক থেকে বিষয়টিকে পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

উপসংহার

যে কোন কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য চাই একটি বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চাই সত্যিকারের উদ্যোগ ও সঠিক কর্মকৌশল নির্ধারণ। সেই সাথে চাই কাজের প্রতি ভালবাসা ও জবাবদিহিতা। সর্বোপরি সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সত্যিকারের জনসেবার মনমানসিকতা। বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে উন্নয়নকে জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছানো তথা একচল্লিশ শতকের চ্যালেঞ্জ মেকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ জন্য উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট উপজেলা পরিষদগুলোকে বাস্তবমূখী পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে উপজেলার বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতু বন্ধন রচিত হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। এই পরিকল্পনা প্রনয়নে যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় নাই বিধায় এতে অনেক ভুল ত্রচটিসহ অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কমিটি মনে করে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই উন্নয়নের স্বার্থে রচিত এই বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন তথা সংস্কারের কাজ অব্যহত থাকবে। এজন্য সকল শুভানুধ্যায়ী এবং জনসেবকদের মূল্যবান এবং আন্তরিক পরামর্শ বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই সাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল সরকারী, বেসরকারী এবং জনপ্রতিনিধিসহ সকল স্তরের

জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন এবং সার্বিক সহয়োগীতা একান্তভাবে প্রয়োজন । তবেই সফল হবে এই বার্ষিক পরিকল্পনার সকল স্বপ্ন ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা।